বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ আদি অধিক্ষেত্র)

রিট পিটিশন নং- ৭৭৩০/ ২০১৯

মো.ইকবাল হোসেন ও ৫২ (বায়ান্ন) অন্যান্য

..... দরখাস্তকারীগণ

বনাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, স্থানীয় সরকার উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং ৫ (পাঁচ) অন্যান্য

.....প্রতিপক্ষগণ

অ্যাডভোকেট মো. মাহবুব শফিক

.....দরখাস্তকারীগণ পক্ষে

কেউ হাজির হয় না

..... প্রতিপক্ষগণ পক্ষে

উপস্থিত

বিচারপতি জনাব গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর
এবং
বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ

শুনানির তারিখঃ ১৩.০৮.২০২০,১৭.০৮.২০২০
রায়ঃ ১৮.০৮.২০২০

বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের আওতায় আবেদনের ভিত্তিতে এই আদালত ১৫.০৭.২০১৯ তারিখে নিম্নলিখিত শর্তে রুল নিশি জারি করে:

"স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (সংযোজন-০৫) কর্তৃক স্মারক নং-এমএফ (আইডি) নং-এমএফ (আইডি)- IV/ইউ(জি)-৪/৮২ (খণ্ড-১৮)/১২ তারিখঃ ১৮.০১. ১৯৮৩ এবং অর্থ মন্ত্রনালয় (সংযোজন-এইচ) এবং পরিকল্পনা ও মেমো নং-পৌর-১/এম৩/৯৩/৯০ তারিখঃ ১২.০২. ১৯৯৪ মূলে জারিকৃত মেমোরেন্ডাম লঙ্ঘন করে ৫

(পাঁচ) বছর চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থেকে দরখাস্তকারীগণকে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষগণের নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত এবং আইনত অকার্যকর মর্মে ঘোষিত হবে না এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারীদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দরখাস্তকারীদের চাকুরী ৫(পাঁচ) বছর পূর্ন হওয়ার তারিখে তাদের সিলেকশন গ্রেড প্রদান করতে প্রতিপক্ষগণকে কেন নির্দেশ দেওয়া উচিত নয় এবং/অথবা কেন এই আদালত যথাযথ ও উপযুক্ত মনে করে এই ধরনের অপর আরও আদেশ বা আদেশসমূহ জারী করবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য এই রুল নিশিটি জারি করা হয়।"

রুল নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ঘটনাবলী সংক্ষেপে নিচে বর্ণনা করা হইলঃ

পিটিশনার নং ১-১২ এবং ১৪-৫৩ কে পূর্ববর্তী অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে নিম্ন মান সহকারী-কাম-টাইপিষ্ট পদে ২৫.০৮.১৯৮৩ থেকে ১৫.১২.১৯৯০ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। তদনুসারে, তারা ২৫.০৮.১৯৮৩ থেকে ২০.১২.১৯৯০ এর মধ্যে তাদের নিজ নিজ চাকুরীতে যোগদান করেন। পিটিশনার নং-১৩ কে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে নিম্ন মান সহকারী-কাম-টাইপিষ্ট পদে ১৩.০২.১৯৯৫ তারিখে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তিনি একই তারিখে তার চাকুরীতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকাল ১৭.০২.২০০২ তারিখে তিনি পূর্ববর্তী অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে বদলি হন। একইভাবে, ০৩.০৩.১৯৯৬ তারিখের অফিস আদেশে দরখাস্তকারী নং ১৪-২৫ কে অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নিম্ন মান সহকারী-কাম-টাইপিস্টের অনুরূপ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তদনুসারে, তারা ০৪.০৩.১৯৯৬ থেকে ১৮.০৪.১৯৯৬ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে তাদের চাকুরীতে যোগদান করেন। পিটিশনার নং-২৬ কে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে নিম্ন মান সহকারী-কাম-টাইপিষ্ট পদে ২৫.০৫.২০০৫ এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তিনি পরের দিন ২৬.০৫.২০০৫ তারিখে তিনি চাকুরীতে যোগদান করেন। একইভাবে, ১২.০৬.২০০৬ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে দরখাস্তকারী নং ২৭-৫১ অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নিম্ন মান সহকারী-কাম-টাইপিষ্ট পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তদনুসারে, তারা ১৮.০৬.২০০৬ এ তাদের চাকুরীতে যোগদান করেছিলেন। দরখাস্তকারী নং ৫২ এবং ৫৩ কে অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে নিম্ন বিভাগের সহকারী-কাম-টাইপিষ্ট পদে ০৫.০১.২০০৯ এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তদনুসারে, তারা যথাক্রমে ০৬.০১.২০০৯ এবং ২৫.০১.২০০৯ তারিখে তাদের চাকুরীতে যোগদান করেছিলেন। দরখাস্তকারীগণ তাদের যোগদানের পর থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে স্ব স্ব পদে চাকুরী করছেন। ইতিমধ্যে, ৩১.১২.২০১৪ তারিখে দরখাস্তকারী নং ৫ তার চাকুরী থেকে অবসর

নিয়েছেন। পূর্ববর্তী অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় অফিস স্মারকলিপি নং এমএফ (আইডি)-চতুর্থ/ইউ (জি)-৪/৮২ (পার্ট-আই)/১২ তারিখ ১৮.০১.১৯৮৩ মূলে স্টেনোগ্রাফার, টাইপিস্ট, সেকশন সহকারী (ইউডিএ), বাজেট পরীক্ষক এবং রেকর্ড কিপারদের (এলডিএ) তাদের নিজ পদে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের সার্ভিস সমাপ্ত সাপেক্ষে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। তিন বা এর কমসংখ্যক জনের মধ্যে থেকে একজনকে সিলেকশন গ্রেড দেওয়া হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১২.০২.১৯৯৪ তারিখের স্মারকমূলে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে পূর্ববর্তী ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সিলেকশন গ্রেড প্রদানের জন্য ১৮.০১.১৯৮৩ তারিখের জারি করা অফিস মেমো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে। পূর্বোক্ত ১৮.০১.১৯৮৩ এবং ১২.০২.১৯৯৪ তারিখের অফিস মেমো অনুসারে, পিটিশনারগণ তাদের নিজ পদে পাঁচ বছরের চাকুরী সম্পন্ন করার পর সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার অধিকারী ছিলেন তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, দরখাস্তকারীগণকে আজ পর্যন্ত সিলেকশন গ্রেড দেওয়া হয় নি। পূর্বোক্ত ১৮.০১. ১৯৯৩ এবং ১২.০২.১৯৯৪ তারিখের দুটি অফিস মেমোরেন্ডাম অনুসারে পূর্ববর্তী ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২৩.১২.২০০৩ তারিখের মেমো নং ৯২৪-এর মাধ্যমে ৫৮ (আটান্ন) কর্মচারীদের সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর করেছিল তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, দরখাস্তকারীগণকে এখনও সিলেকশন গ্রেড দেওয়া হয়নি। ২০১২ সালে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ভাগ করা হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ০৬.০১. ২০১৫ তারিখের অফিস মেমো নং ৪৬.২০৭.০০০. ০৩.১৩৭৫.২০১২/১১ এর অধীনে তার ৫৭ (সাতান্ন) কর্মীদের তাদের নিজ পদে পাঁচ বছরের চাকুরী শেষ হওয়ার তারিখ থেকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, ১৮.০১.১৯৯৩ এবং ১২.০২.১৯৯৪ তারিখের উল্লিখিত দুটি অফিসের স্মারকলিপি অনুসরণ করে বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে কর্মরত দরখাস্তকারীগণকে সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর করা হয়নি (এরপরে "ডিএনসিসি" হিসাবে উল্লেখিত)।

০৬.০১.২০১৫ তারিখের মেমো থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান দরখাস্তকারী নং-১৪-২৫ এর মত নিম্ন মান সহকরী-কাম-টাইপিস্ট পদে একই নিয়োগপত্রের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে কর্মরত চব্বিশ জন কর্মচারী ভূতাপেক্ষভাবে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত হন তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, বেশিরভাগ দরখাস্তকারীগণকে আজ পর্যন্ত সিলেকশন গ্রেড দেওয়া হয়নি। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে দরখাস্তকারীগণ গুরুতরভাবে বৈষম্যের শিকার এবং তারা সিলেকশন গ্রেড পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। দরখাস্তকারীগণ

১৮.০১.১৯৮৩ এবং ১২.০২.১৯৯৪ তারিখের অফিস মেমোর পরে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষগণকে অনুরোধ করে পত্র প্রদান করেছিলেন তবে প্রতিপক্ষগণ এতে কোন মনোযোগ দেয়নি। শেষ অবধি, ১৫.০৪.২০১৯ তারিখে দরখাস্তকারীগণ তাদের বিজ্ঞ অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের দাবিতে নোটিশ দিয়েছিলেন কিন্তু প্রতিপক্ষগণ তাদের প্রাপ্য সিলেকশন গ্রেড দেওয়ার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেননি এবং অস্বাভাবিকভাবে নীরব থেকেছেন।

শুরুতেই জনাব মাহবুব শফিক, বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট দরখাস্তকারীগণের পক্ষে নিবেদন করেন যে, সকল দরখাস্তকারীগণ অনেক আগেই পাঁচ বছরের সার্ভিস শেষ করেছেন এবং তারা ১৮.০১.১৯৮৩ এবং ১২.০২.১৯৯৪ তারিখের সরকারী সিদ্ধান্তের পরে সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার যোগ্য তবে প্রতিপক্ষগণ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি এবং তাই, সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষগণের নিষ্ক্রিয়তা আইনী কর্তৃত্ব বহির্ভূত মর্মে ঘোষণাযোগ্য এবং এতে কোন আইনি প্রভাব নেই।

বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, পূর্ববর্তী ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২৩.১২.২০০৩ তারিখের অফিস মেমো অনুসারে ১৮.০১.১৯৮৩ এবং ১২.০২.১৯৯৪ তারিখের সরকারী সিদ্ধান্তের পরে অন্য কিছু কর্মচারীকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করেছিল, তবে এখন পর্যন্ত রেসপন্ডেন্টগণ দরখাস্তকারীগণকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করেনি এবং দরখাস্তকারীগণকে সিলেকেশন গ্রেড প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষগণকে একটি নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল।

বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট এরপর নিবেদন করেন যে, ১৮.০১.১৯৯৩ এবং ১২.০২.১৯৯৪ তারিখের উল্লিখিত মেমো অনুসারে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ০৬.০১.২০১৫ তারিখের অফিস মেমোর মাধ্যমে একই নিয়োগপত্রে দরখাস্তকারীগণের সাথে নিযুক্ত কিছু কর্মচারীকে সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর করেছে কিন্তু প্রতিপক্ষগণ দরখাস্তকারীগণকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করেনি এবং এই বিষয়ে প্রতিপক্ষগণ নীরবতা পালন করেছে যা আইনী কর্তৃত্ব বহির্ভূত এবং আইনি প্রভাবহীন মর্মে ঘোষণা করা উচিত ।

বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীদের সিলেশন গ্রেড না দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষগণের নিষ্ক্রিয়তা অত্যন্ত পক্ষপাতমূলক পাশাপাশি বৈষম্যমূলক এবং সকল যোগ্য দরখাস্তকারীগণকে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া উচিত।

বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট সর্বশেষে বলেন যে, প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭, ২৯ এবং ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দরখাস্তকারীগণের সাথে সমান আচরণ করা এবং আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার মৌলিক অধিকার রয়েছে, তবে এই ক্ষেত্রে, প্রতিপক্ষগণ সরকারের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে দরখাস্তকারীগণকে তাদের প্রাপ্য আইনী অধিকার সিলেকশন গ্রেড থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং তাই, প্রতিপক্ষগণের নিষ্ক্রিয়তা আইনী কর্তৃত্ব বহির্ভূত এবং আইনী প্রভাবহীন মর্মে ঘোষণা করা উচিত। কেউ রুলের বিরোধিতা করার জন্য আদালতে উপস্থিত নেই। আমরা রেকর্ডে থাকা তথ্যাদি পর্যালোচনা করেছি এবং দরখাস্তকারীগণের জন্য বিজ্ঞ অ্যাডভোকেটের বক্তব্য বিবেচনা করেছি।

দেখা যাচ্ছে যে, তৎকালীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নিযুক্ত সকল দরখাস্তকারীগণ ২৫.০৮.১৯৮৩ থেকে ১৫.০১.২০০৯ তারিখের মধ্যে নিম্ন মান সহকারী-কাম-টাইপিস্ট পদে নিয়োগ পেয়েছেন। বর্তমানে শুধুমাত্র ৫ নং দরখাস্তকারী ব্যতীত সকল দরখাস্তকারীগণ ৩১.১২.২০১৪ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, তিনি ডিএনসিসি-তে কর্মরত আছেন। আরও দেখা যায় যে, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ১৮.০১.১৯৮৩ তারিখের মেমো অনুসারে স্টেনোগ্রাফার, টাইপিষ্ট, শাখা সহকারী, বাজেট পরীক্ষক এবং রেকর্ড রক্ষককে তাদের নিজ নিজ পদে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের সার্ভিস সমাপ্তি সাপেক্ষে সিলেকশন গ্রেড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিলেকশন গ্রেডটি তাদের জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী প্রতি তিন বা কমসংখ্যক কর্মীদের মধ্যে একজনকে দেওয়া হবে। ১৮.০১.১৯৮৩ এবং ১২.০২.১৯৯৪ তারিখের সরকারের সিদ্ধান্তের পরে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে কর্পোরেশনের যোগ্য কর্মীদের বাছাই গ্রেড প্রদানের নির্দেশ দেয়।

সরকারের সিদ্ধান্তের পরে, পূর্ববর্তী ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২৩.১২.২০০৩ তারিখের অফিস মেমো নং ৯২৪ এর মাধ্যমে তার ১৫ (পনের) কর্মচারীকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করেছিল, যারা সংশ্লিষ্ট সময়ে শাখা সহকারী, উচ্চ মান সহকারী-কাম-হিসাব নিরিক্ষক, নিম্ন মান সহকারী-কাম-টাইপিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিল। রেকর্ডে থাকা তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, সকল দরখাস্তকারীগণ নিজ নিজ পদে পাঁচ বছরের চাকুরী সম্পূর্ণ করার পরে থেকেই সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার অধিকারী ছিলেন, তবে প্রতিপক্ষগণকে বারবার অনুরোধ ও উপস্থাপন করা সত্ত্বেও তারা দরখাস্তকারীগণকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করেনি যা করার জন্য তারা আইনত বাধ্য ছিল। আরও দেখা যায় যে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তার কর্মীদের সিলেকশন গ্রেড প্রদান করেছে তবে দরখাস্তকারীগণ তাদের সিলেকশন গ্রেড

পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে যদিও তারা দীর্ঘকাল আগে পাঁচ বছরের চাকুরী শেষে এটি পাওয়ার যোগ্য ছিল।

সুতরাং, দরখাস্তকারীগণ তাদের সিলেকশন গ্রেডের আইনী অধিকার এবং তাদের মৌলিক অধিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তাদের আইনের সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। এই জাতীয় ঘটনা ও পরিস্থিতিতে আমরা আইন অনুযায়ী যোগ্য দরখাস্তকারীগণের সিলেকশন গ্রেড প্রদান জন্য প্রতিপক্ষগণের প্রতি একটি নির্দেশ জারি করা প্রয়োজন বলে মনে করি। পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে আমরা এই রুলের সারবর্তা খুঁজে পাই।

ফলস্বরূপ, রুলটি চূড়ান্ত করা হইল। এতদ্বারা, প্রতিপক্ষগণকে এই রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যোগ্য দরখাস্তকারীগণকে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হল।

বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর। আমি একমত

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে ‘আমার ভাষা’ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।